সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
গোলাম মোর্তোজা

সিনিয়র প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
জব্বার হোসেন
প্রতিবেদক
রুহুল তাপস, সাজেদুর রহমান
হাসান মূর্তাজা, খোন্দকার তাজউদ্দিন
সহযোগী প্রতিবেদক
জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল
খোন্দকার তানভীর জামিল

কার্টুন
রফিকুন নবী

প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
আলোকচিত্রী
সালাহ উদ্দিন টিটো

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, ফাহিম হুসাইন, মহিউদ্দিন নিলয়, মা'ফ রনি, হাসান জামান, জুটন চৌধুরী সাজিয়া আফরিন, মাহমুদ রাজু, টিটো রহমান

প্রতিনিধি
সুমি খান চট্টগ্রাম
মামুন রহমান যশোর
বিদেশ প্রতিনিধি
জসিম মল্লিক কানাডা
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল হলিউড
আকবর হায়দার কিরণ নিউইয়র্ক
নাসিম আহমেদ ওয়াশিংটন
নাজমুন নেসা পিয়ারী বার্লিন
কাজী ইনসান টোকিও

প্রযুক্তি বিভাগ প্রধান
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
প্রধান গ্রাফিক ডিজাইনার
নূরুল কবীর
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
প্রদায়ক আলোকচিত্রী
এ এল অপূর্ব, সোহেল রানা রিপন
আনোয়ার মজুমদার

জেনারেল ম্যানেজার
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ই-মেইল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

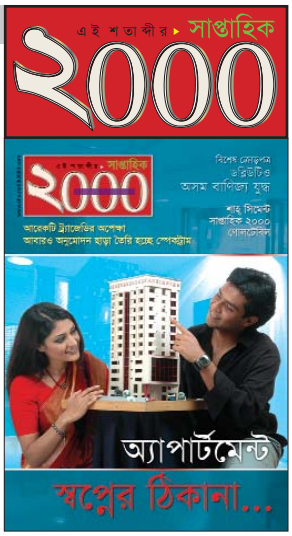

8 el 15 msL¨v 19 AvM÷ 2005

ঢাকার লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে জ্যামিতিক হারে। কোটি লোকের রাজধানী এ শহরে ক্রমেই আবাসন সমস্যা আরো তীব্র হচ্ছে। এখন নিম্নবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত সবারই স্বপ্ন ঢাকায় একটি ঠিকানা। নিজস্ব বাড়ি নতুবা মাথা গোঁজার জন্য একটি অ্যাপার্টমেন্ট। এ কারণে চলছে সাধ ও সাধ্যের টানাপড়েন। তবে আধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি কাজে লাগিয়ে রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো অ্যাপার্টমেন্টকে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসছে। কম মূল্যে অধিক সুবিধাসম্পন্ন ফ্ল্যাট দিতে কোম্পানিগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে।

মোঘল আমলে বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে গড়ে ওঠে আজকের ঢাকা। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯০১ সালে বৃহত্তর ঢাকা মহানগরীতে ১ লাখ ২৯ হাজার লোক বাস করতো। পাকিস্তান আমলে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার পরিধি বাড়তে থাকে। স্বাধীনতা-পরবর্তীতে বাঁধভাঙা মানুষের ঢল নামে ঢাকায়। সৃষ্টি হয় তীব্র আবাসন সমস্যার। এ সমস্যা সমাধানের জন্য শুরু হয় অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা। ইস্টার্ন হাউজিং প্রথম অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা শুরু করে।

৮০'র দশকে অ্যাপার্টমেন্ট কেনা ছিল স্ট্যাটাসের ব্যাপার। দামও ছিল বেশি। ক্রমেই অ্যাপার্টমেন্ট ব্যবসা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ইস্টার্ন হাউজিংয়ের সফলতার পর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছে ব্যবসায়। তারা ধানমন্ডি, লালমাটিয়া, শান্তিনগর, পরীবাগ, কাঁঠালবাগান, মৌচাকে গড়ে তুলেছে একের পর এক অ্যাপার্টমেন্ট। অ্যাপার্টমেন্ট ছিল শুধু উচ্চবিত্তের বিষয়। এখন আর তা নয়। বেসরকারি নির্মাতা আর ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানের কারণে অ্যাপার্টমেন্ট এখন অনেকটাই মধ্যবিত্তের নাগালে।

পরবর্তীতে অ্যাপার্টমেন্ট ছড়িয়েছে উত্তরা-বারিধারায়। এখন বিস্তার ঘটেছে আশুলিয়া, মাওয়া রোড, বিশ্বরোডের নিকটবর্তী স্থানে। মহানগরীতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাপার্টমেন্ট।

এখন ১০ লাখ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে একটি অ্যাপার্টমেন্ট। ১ হাজার স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে থাকছে ২ রুম, ২ বারান্দা, ২ বাথ। অর্থাৎ হিসাব অনুযায়ী আপনি ২৫ লাখ থেকে কোটি টাকার মধ্যে সুবিধা মতো জায়গায় অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে পারেন।

গ্রন্থনা ও পরিকল্পনা	:	**জব্বার হোসেন**
সমন্বয়কারী	:	**মহিউদ্দিন নিলয়**
সার্বিক সহযোগিতা	:	**সাজেদুর রহমান, খোন্দকার তাজউদ্দিন টিটো রহমান**

c"Q` g‡Wj : **mvivn, bw`g** Qie : **Zwnb †nv‡mb** wb‡`kbv : **KbK Aw`Z¨**